দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 12 MAY 1980 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ১ ...

37

এসএসসি পরীক্ষায় নকল

কর্তৃপক্ষের সর্বাত্মক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও পরীক্ষাহলে অসদুপায় অবলম্বন প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনেই যেসব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে তা থেকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয়।

প্রথম দিন ছিল বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা। বলা যায়, তুলনামূলকভাবে সহজ বিষয়ের পরীক্ষা। কিন্তু তাতেও টুকলিফাই-এর ব্যাপক প্রবণতার খবর পাওয়া গেছে। পরিণামে পরীক্ষার প্রথম দিনেই বহিষ্কার করা হয়েছে প্রায় ছয় হাজার পরীক্ষার্থীকে। টুকলিফাইকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে হাঙ্গামাও ঘটেছে। পরীক্ষাকেন্দ্রে তাণ্ডব হয়েছে। পুলিশকে ফাঁকা গুলি চালাতে হয়েছে। নকলে সহায়তা করার অভিযোগে ১৫ জন পরিদর্শককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। নকল সরবরাহের দায়ে ৪০ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে শতাধিক আহত হয়েছে।

বলা যেতে পারে, গত কয়েক বছর ধরে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় যেসব অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে এবছর তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে মাত্র। এসবই অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা। এতে জাতির লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যাচ্ছে। জাতি হিসেবে আমরা যে নিশ্চিত পদক্ষেপে ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছি এসব তো তারই প্রমাণ বহন করছে।

অথচ পরীক্ষার হলে অসদুপায় অবলম্বন পরিস্থিতির এবছর এতটা শোচনীয় অবনতি ঘটবে এটা আমরা প্রত্যাশা করিনি। কারণ গত কয়েক বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে কর্তৃপক্ষ নকল প্রতিরোধের জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছেন। শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানেরও পদক্ষেপ নিয়েছেন। তা সত্ত্বেও পরীক্ষার হলে অসদুপায় অবলম্বন বন্ধ করা এমন কি ব্যাপকভাবে হ্রাস করাও সম্ভব হয়নি। কর্তৃপক্ষ অবশ্য কঠোর ব্যবস্থাই নিয়েছেন। তবে আমাদের ধারণা জন্মেছে যে পরীক্ষার হলে নকলপ্রবণতার মূলোচ্ছেদ করতে হলে কঠোরতর ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে। আমরা কর্তৃপক্ষকে সেই অনুরোধই জানাব।

সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা প্রয়োজন যে সরকার যত ব্যবস্থাই নিন না কেন, তার পাশাপাশি নকলপ্রবণতার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গ্রহণ করতে হবে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সমাজদেহে যে ব্যাধির প্রকোপ ঘটেছে, নকলপ্রবণতা তারই সম্ভাব্য পরিণতি। আমাদের সমাজদেহে ভাঙন ধরেছে, পচন ধরেছে,মূল্যবোধের শোচনীয় অবক্ষয় ঘটেছে। দু যুগ আগেও নকলপ্রবণতাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হত। কিন্তু এখন আমাদের এতটা অধঃপতন হয়েছে যে পরীক্ষার্থীরা এটাকে তাদের অধিকার বলে মনে করে। এক শ্রেণীর শিক্ষক এতে উস্কানি যোগায় আর অভিভাবকরা কেবল তাদের প্রতিপাল্যদের যেনতেন প্রকারেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কথাটাই চিন্তা করে। কিন্তু এতে করে আমরা যে জাতি হিসেবে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি সেদিকটা নিয়ে কেউই ভাবতে চাইছে না।

তাই গলদটা হল সমাজদেহে। আর সে কারণে নকলপ্রবণতা দূর করতে হলে সামাজিক মূল্যবোধের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। প্রয়োজন একটি সুস্থ রোগমুক্ত সমাজের। আর সেই ধরনের একটি সমাজের পক্ষেই কেবল পরীক্ষাগৃহে নকলের প্রবণতা দূর করা সম্ভব। এর জন্য আমাদের সবাইকে এখন থেকেই সচেষ্ট হতে হবে।